

দানযিলেরে বই - সংখ্যা তষেট্টি

মলিাররে চার্টসমূহরে বাইরে: ইসলাম, তদন্তমূলক বচার এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা

Jeff Pippenger

2024-01-27

আমাদরে জানানো হযছে যে, "ঈশ্বর উইলিয়াম মলিাররে মনকে ভবষিদ্বাণীসমূহরে দকি়ে পরচালতি করছেলিনে এবং তাঁকে প্রকাশতি বাক্য পুস্তক সম্পর্কে মহান আলোক প্রদান করছেলিনে।" মলিার যে ঐতিহাসিকি পরবিশে গড়ে উঠছেলিনে, সটেই তাঁকে প্রকাশতি বাক্যরে বারো, তরেো, ষোলো, সতরেো ও আঠারো অধ্যায়ে থাকা সেই "মহান আলোক" বুঝতে বাধা দযিছেলি; কারণ ঐ অধ্যায়গুলো ভবষিদ্বাণীমূলক রাজ্যসমূহরে কার্য চহ্নতি করে, যা তাঁর ঐতিহাসিকি দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দিখতে পারেননি।

প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থ সম্পর্কে মলিারকে যে আলো দেওয়া হযছেলি, তা ছলি মণ্ডলীসমূহ, মোহরসমূহ এবং তুরীগুলরি বষি়ে; আর শেষে তিনি তুরী, যগুলোকে "তনিটাই" হিসেবে চহ্নতি করা হযছে, সেগুলো হবক্কূকরে দুটি ফলকে চিত্রতি হযছে। প্রকাশতি বাক্যে মলিারকে দেওয়া সেই "মহান আলো" বাইবলেরে ভাববাণীতে ইসলামরে ভূমিকা সম্পর্কতি ছিলি। তবুও সেই "মহান আলো" টিও তাঁর ঐতিহাসিকি প্রক্শাপট দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলি।

এশয়ার সাতটি মণ্ডলী খ্রিস্টরে মণ্ডলীর ইতিহাস—তার সাতটি রূপে, তার সকল বাঁক-বদল ও মোড়-ফরোয়, তার সকল সমৃদ্ধি ও বিপর্যয়ে—প্ররেতিদরে দনি থেকে পৃথবীর শেষে পর্যন্ত। সাতটি সীল হলো পৃথবীর ক্ষমতাবানরা ও রাজারা মণ্ডলীর উপর যে কার্যকলাপ চালযিছে তার ইতিহাস, এবং একই সময়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদরে যে রক্ষা করছেনে তারও বিবরণ। সাতটি তুরী হলো পৃথবীর উপর—অথবা রোমীয় রাজ্যরে উপর—পাঠানো সাতটি স্বতন্ত্র ও কঠোর বচাররে ইতিহাস। আর সাতটি পয়োলা হলো পোপীয় রোমরে উপর পাঠানো সাতটি শিষে মহামারী। এসবরে সঙগে মশিে আছে আরও বহু ঘটনা, উপনদীর মতো জড়যি়ে বোনা, যা ভবষিদ্বাণীর মহানদীটকি়ে পূরণ করে তোলে, যতক্ষণ না সবকছু শেষে আমাদরে অনন্ততার মহাসাগরে পৌঁছে দেয়।

"এটাই, আমার মতে, প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে যোহনরে ভবষিদ্বাণীর রূপরেখা। আর যে ব্যক্তি এই গ্রন্থটি বুঝতে চায়, তার ঈশ্বররে বাক্যরে অন্যান্য অংশ সম্পর্কে পরিপূরণ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। এই ভবষিদ্বাণীতে ব্যবহৃত প্রতীক ও রূপকগুলোর সবই এই একই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হযনি; বরং সেগুলো অন্য নবীদরে গ্রন্থে খুঁজে নিতে হবে এবং ধর্মগ্রন্থরে অন্যান্য অংশ দ্বারা সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে। অতএব স্পষ্ট য়ে, কোনো অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভরে জন্যও ঈশ্বর সমগ্রটির অধ্যয়ন নির্ধারণ করছেনে।" উইলিয়াম মলিার, Miller's Lectures, খণ্ড ২, বক্তৃতা ১২, ১৭৮।

লক্ষ করুন যে মলিার শেষে সাতটি বালাকে পোপতন্ত্রকি়ে রোমরে ওপর আরোপতি সাতটি বচার হিসেবে বুঝছেলিনে। তিনি বুঝতে পারেননি যে পোপতন্ত্রকি়ে রোম এমন এক প্রাণঘাতী ক্ষত পয়েছেলি, যা পরে সরে উঠবে। তিনি সাতটি তুরীকে "পৃথবীর ওপর, বা রোমান রাজ্যে, প্ররেতি সাতটি বিশিষে ও গুরুতর বচাররে ইতিহাস" হিসেবে স্বীকার করছেলিনে, কনিতু তিনি পোততলকি়ে রোম ও পোপতন্ত্রকি়ে রোমরে রাজত্বরে মধ্যে পার্থক্যটি চনিত্তে পারেননি। অতএব, প্রথম চারটি তুরী ও শেষে তনিট তুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার তাঁর সক্ষমতা সীমতি ছিলি।

মলিার বুঝতে পারেননি যিে রোমেরে বরিদুধে আনা বচিারসমূহ ছলি রববিার পালনরে বলপ্রয়োগরে বরিদুধে ঈশ্বররে প্রতকিরিয়া, কারণ তাদরে ইতহিসে মলিারবাদীরা তখনও রববিারে উপাসনা করছিলিনে। রোমেরে উপর তুরীগুল যিে বচিার ছলি, তা মলিার ঠকিই শনাক্ত করছিলিনে; তবে সেই বচিারগুলো আনার নরিদষ্টি কারণ, এবং প্রথম চারটি তুরী ও শেষে তনিটি তুরীর পার্থক্য—এসব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছলি সীমতি বা অনুপস্থতি। সেই সীমতি দৃষ্টিভিঙগিতত্ববে, ঈশ্বররে নরিদশে প্রণীত এবং পরবির্তন করা উচতি নয় এমন চারটিগুলোতে ইসলামেরে তনিটি 'হায়'-এর "রত্ন" তখনও অন্তর্ভুক্ত ছলি।

প্রবুদ্ধ বচিকষণতা একজন 'জ্ঞানী' ভবষিযদবাণীর শকিষার্থীকে এটা উপলব্ধি কিরতে সক্ষম করে যিে ঈশ্বর কবেল বাইবেলে রচনাকারী পবতির পুরুষদরে অনুপ্রাণতিই করনেনি, বরং কং জমেস বাইবেলে অনুবাদ করছিলিনে যিে পুরুষরে, তাঁদরে কাজও তনি পরিচালনা করছেন, এবং তনি স্পষ্টভাবে বলনে যিে তনি দুটি পবতির চারটি প্রণয়নে একই ধরনরে ঈশ্বরকি তত্বাবধান প্রয়োগ করছেন।

মলিাররে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তুরয়রে 'রত্ন' (ইসলাম) অন্তিমি দিনে দশ গুণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে, কারণ এটি চূড়ান্ত মধ্যরাত্রির আহ্বানরে বষিটকিে চহ্নতি করে। মলিারপন্থীদরে ইতহিসে মধ্যরাত্রির আহ্বানরে বষি ছলি ভাববাণীমূলক সময়কালসমূহরে পরসিমাপ্তরি তারখি; এবং এই অর্থে অন্তিমি দিনে 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' বারতাটা (যা তৃতীয় বপিদরে ইসলামেরে বারতা) ১৮৪৪ সালরে ২২ অক্টোবর তারখি দ্বারা প্রতীকায়তি হয়ছে। মলিারপন্থীদরে ইতহিসে ঐ তারখিটি অচরিই আগত রববিাররে আইনকে প্রতীকায়তি করে, এবং ১৮৪৪ সালরে ২২ অক্টোবর ও রববিাররে আইন—উভয়ই ক্রুশ দ্বারা প্রতীকায়তি ছলি, যা ছলি খ্রিস্টরে বজিযী প্রবশেরে সমাপ্ত।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তুরীর মলিাররে 'রত্ন' (ইসলাম) শেষকালে দশগুণ বশে জ্বলে ওঠে, কারণ এটি শেষকালরে সংস্কার আন্দোলনরে বষিযরে সাথে সংগতি রেখে ইসলামকে সনাক্ত করে—যার বষিয হলো তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম। অতএব, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে চূড়ান্ত সংস্কার আন্দোলনরে বষিয হসিবে এটি প্রববর্তী প্রতটি সংস্কার আন্দোলনরে বষিয দ্বারা প্রতীকায়তি হয়ছে—সে খ্রিস্টরে সংস্কার আন্দোলনরে 'পুনরুত্থান' হোক, মলিারাইটদরে ইতহিসরে 'ভবষিযদবাণীমূলক কাল' হোক, দাউদরে সংস্কার আন্দোলনরে 'ঈশ্বররে সনিদুক' হোক, অথবা মোশরি সংস্কার আন্দোলনরে 'চুক্তি' হোক।

ক্রুশরে ঘটনা, ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর তারখি, বা বভিনি সংস্কারমূলক আন্দোলনরে নানা বষিয—প্রতটি তারখি ও বষিয সেই সময়রে প্রজন্মরে জন্ম জীবন-মরণ পরীকষার প্রশ্ন ছলি। ইসলামেরে তনিটি 'হায়' সম্পর্কে মলিাররে 'রত্ন'টি একটি জীবন-মরণ পরীকষার প্রশ্ন—যমেনটি 'তলে'-এর প্রতীকে দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে উপস্থাপতি হয়ছে। স্বপ্নরে শুরুতে মলিাররে রত্নগুলো সূরয়রে মতো দীপ্তমিান ছলি, কনিতু স্বপ্নরে শেষে সেগুলো 'দশগুণ বশে উজ্জ্বল' হয়ে জ্বলল। মলিারাইটদরে ইতহিসে মলিাররে রত্নগুলো ছলি করেোসনি (ল্যাম্পরে তলে)-এর মতো, কনিতু আজ সেই রত্নগুলো রকটেরে জ্বালানি!

মলিারাইটরা দ্বিতীয় 'হায়'-সংক্রান্ত ইসলামেরে সময়-ভবষিযদবাণীটি বিঝছিলি এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করছিলি, যা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ পূরণ হয়ছিলি। কনিতু তৃতীয় 'হায়', যা 'সপ্তম তুরয়', তা বাইবেলে ভবষিযদবাণীর ষষ্ঠ রাজ্যরে ওপর বচিাররূপে আসছে—এ কথা তারা দেখতে পারনে, কারণ তারা পঞ্চম রাজ্যই দেখেনি, ষষ্ঠ রাজ্য তো নয়ই। তবুও মলিারকে 'প্রকাশতি বাক্য' সম্পর্কে যিে "মহান আলো" দেওয়া হয়ছিলি, তা শেষকালরে "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এ

দশ গুণ বশে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে।

হবককূকরে দুটা ফলকে উপস্থাপতি সত্যসমূহ মূলত অতীত ইতিহাসে পূরণ হওয়া সত্য। চারটগুলাে সেই সময়-সম্পর্কতি ভবিষ্যদ্বাণীগুলাের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যিগুলাে মলিার একত্র করছেলিনে, এবং ওই সব সময়-সম্পর্কতি ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৪৪ সালরে মধ্যহেই সমাপ্ত হযছেলি। সেই সময়-সম্পর্কতি ভবিষ্যদ্বাণীগুলাে শেষে দনিগুলােতে আরও উজ্জ্বলভাবে দীপ্ত হব, কারণ দখো যাবে যে আজও সগুলাে ততটাই নরিভুল, যতটা মলিারাইট ইতিহাসে ছলি; তবে শেষে দনিরে জন্য এগুলাের কনো পুরত্বকষ সময়-নির্ধারণমূলক পূর্বাভাস নহে। তবু এগুলাে অতীতে যসেব ইতিহাসকে উপস্থাপন করছেলি, সগুলাের পুনরাবৃত্ত ভাববাদী ধরন পূর্দান করে; আর মলিাররে কছি 'রত্ন'-এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিষয়ক পূর্বাভাস সরাসরি উপস্থাপতি হযছে।

১৮৪৪ সালে শুরু হওয়া স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে খ্রিস্টরে কাজটি এখনো অব্যাহত রযছে এবং সেই কাজটি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চলবে। তেইশশ দনিরে ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাতে চহ্নতি শুদ্ধকিরণরে কাজ এখনো "পূর্তরি পূর্করিয়ায়" আছে; যমেন সসিটার হোয়াইট উলাই ও হদিদকেলে নদীসমূহ সম্পর্কে বলছেন, সুতরাং সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তরি জিগতরে শেষকালে ঘটবে।

"দানয়িলে ঈশ্বররে কাছ থেকে যে আলো পয়েছেলিনে, তা বিশেষভাবে এই শেষে দনিগুলাের জন্য দেওয়া হযছেলি। শনিাররে মহান নদী উলাই ও হদিদকেলেরে তীরে তনি যিে দর্শন দেখেছেলিনে, সগুলা এখন পূর্পূরণরে পথে আছে, এবং যসেব ঘটনা পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হযছে, সগুলা শীঘ্রই ঘটবে।" Testimonies to Ministers, 112.

দুটা তিক্তায় পূর্দর্শতি দানয়িলে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়রে দর্শনরে অংশবিশেষে এখনও ভবিষ্যতরে, কারণ উভয়ই খ্রিস্টরে পবিত্রস্থানরে কাজকে চহ্নতি করে। তবু ঐ দুই অধ্যায়ে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যগুলাের ইতিহাস পোপতান্তরিকি রোমরে মারাত্মক কষত পাওয়ার মধ্যহেই শেষে হয। যে 'পাথর'টি 'মানবহাতে নয়, পাহাড় থেকে কাটা' হযছে, এবং দানয়িলে দ্বিতীয় অধ্যায়রে অষ্টম রাজ্য—দুটাই এখনও ভবিষ্যৎ। কনিতু দানয়িলে দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়রে সঙ্গে সম্পর্কতি চারটে উপস্থাপতি বিষয়গুলাের অধিকাংশই পূরণ হযছে।

পবিত্রস্থানে খ্রিস্টরে সর্বোকার্য এবং ইসলামরে তৃতীয় 'হায়'—এই দুই বিষয়ই মূলত মলিারাইটদরে সময়রে পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে পূর্তনিধিতিব করে। ঐ দুই বিষয়রে সঙ্গে যুক্ত আছে অন্তিমকালরে ইতিহাস, যা পূর্তিকায়তি হয যখন দুটা চারটকে এক রাখোয় এনে একত্র করা হয। যখন তা করা হয, তখন পূর্তম চারটে উপস্থাপতি ১৮৪৩ সালরে পূর্তম হতাশার সংশোধন দ্বিতীয় চারটে পাওয়া যায়। একত্ররে তারা সাত বজ্রধ্বনি 'গোপন ইতিহাস'কে উদ্ভাসতি ও চহ্নতি করে, যা এখন যশি খ্রিস্টরে পূর্তকাশতি বাক্য গ্রন্থরে মোহর খোলার সঙ্গে সম্পর্কতিভাবে উন্মুক্ত করা হচ্ছ।

ওই "গোপন ইতিহাস"টি "সত্য"র ওপর গঠতি, যা তনিটা হিব্রু বরণ নয়িে গঠতি; এগুলাে একত্র হলে "সত্য" শব্দটি তৈরি হয। শব্দটি হিব্রু বরণমালার পূর্তম, তরয়োদশ ও শেষে বরণ দয়িে গঠতি, এবং তা যশিকে শুধু সত্য হসিবেই নয়, বরং আলফা ও ওমগো হসিবেও উপস্থাপন করে। "গোপন ইতিহাস" হতাশা দয়িে শুরু হয ও শেষে হয, আর মাঝখানে থাকে বদিরোহ, কারণ "তরো" এমন একটা সংখ্যা যা বদিরোহকে নির্দেশ করে।

প্রথম চারটে চিত্রিতি ১৮৪৩ সাল প্রথম হতাশা এবং অপেক্ষার সময়ের আগমনকে চিহ্নিত করে। এই অপেক্ষার সময় মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার আগমন নিয়ে আসে, যখনে মূর্খ কুমারীদের বদ্বিহ প্রকাশ পায়। তারপর মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি শেষে হতাশা পর্যন্ত প্রচারিত হয়। মধ্যরাত্রির আহ্বানের ওই "গোপন ইতিহাস" শেষে দনিগুলোতে (অক্ষরে অক্ষরে) পুনরাবৃত্ত হয়।

"আমাকে প্রায়ই দশ কুমারীর উপমার দিকে নির্দেশ করা হয়, যাদের মধ্যে পাঁচজন জ্ঞানবতী এবং পাঁচজন মূর্খ ছিল। এই উপমা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়েছে এবং হবে, কারণ এর একটি বিশেষ প্রয়োগ এই সময়ে জন্ম আছে, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ন্যায়, এটি পূরণ হয়েছে এবং সময়ে অন্ত পর্যন্ত বর্তমান সত্যরূপে অব্যাহত থাকবে।"

Review and Herald, August 19, 1890.

সঠিকভাবে বোঝা হলে, পূর্ববর্তী বক্তব্যটি নির্দেশ করে যে শেষে কালে যারা মূর্খ বা জ্ঞানী কুমারী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, সেই একমাত্র গোষ্ঠী হলো এমন লোকেরা, যারা এক হতাশার সম্মুখীন হয়েছে। এই হতাশাই অপেক্ষাকাল সৃষ্টি করে, এবং যে দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়েছে এবং হবে তা ভিত্তি করে আছে সেই অভ্যন্তরীণ প্রভাবগুলোর ওপর, যা এক হতাশা দিয়ে শুরু হওয়া অপেক্ষাকালে কুমারীদের অন্তরে সৃষ্টি হয়। যে হতাশা শহরের রাস্তায় 'দুই সাক্ষী'কে হত্যা করেছিল এবং তাদেরকে মৃত্যুর উপত্যকায় মৃত, শূন্য অস্থিতি পরিত করছিল—তা ঘটছিল ১৮ জুলাই, ২০২০-এ। মোটের উপর, অ্যাডভেন্টজিম সেই হতাশার সঙ্কেত যুক্ত ছিল না। বরং বলা যায়, 'দুই সাক্ষী' যখন রাস্তায় নহিত অবস্থায় পড়ে ছিল, তখন তারা ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীটাই উদযাপন করেছিল। "অক্ষরে অক্ষরে" বলার অর্থই "অক্ষরে অক্ষরে"।

মলিরাইট ইতিহাসে, প্রাক্তন চুক্তিভুক্ত জাতি (প্রোটস্ট্যান্টবাদ) ১৮৪৩ সালের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীকে (প্রথম হতাশা) উদযাপন করেছিল, এবং সেই মুহূর্তেই প্রোটস্ট্যান্টরা তাদের পরীক্ষামূলক অনুগ্রহকালের সীমানা পার করে ফেলেছিল। পরীক্ষার সময়কাল শুরু হয়েছিল ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ, যখন দ্বিতীয় 'হায়' (ইসলাম)-সংক্রান্ত সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় প্রকাশিত বাক্য ১০-এর পরাক্রান্ত স্বর্গদূত অবতীর্ণ হন। প্রোটস্ট্যান্টরা প্রথম হতাশার সময় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কারণ ভুল সেই পূর্বাভাস তাদেরকে আর সত্য অনুসন্ধান না করার একটি অজুহাত দিয়েছিল। মলিরাইট ইতিহাসের সব মাইলফলকরে মুখ্য বিষয় ছিল "সময়-ভবিষ্যদ্বাণী"।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, তৃতীয় 'হায়' (ইসলাম) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময় প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলেন। শেষে সময়ের সমস্ত মাইলফলকরে প্রধান বিষয় হলো ইসলাম। প্রথম হতাশা প্রাক্তন চুক্তির জনগণের শুদ্ধকিরণের সমাপ্তি নির্দেশ করে, কারণ তখন প্রাক্তন চুক্তির জনগণ আর সত্য অনুসন্ধান না করার একটি অজুহাত পেয়ে গেল। এরপর শেষে সময়ে 'কুমারী'র জন্ম পরীক্ষা-সময় শুরু হলো, কেননা স্বর্গদূতের অবতরণ দিয়ে যে প্রাক্তন চুক্তির জনগণের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তা প্রথম হতাশায় গিয়ে শেষে হলো। সেইভাবে, যারা কুমারী হিসেবে উপস্থাপিত তাদের পরীক্ষা শুরু হলো, এবং এই পরীক্ষার প্রক্রিয়া শেষে পর্যন্ত প্রকাশ করবে কুমারীরা মূর্খ না জ্ঞানী।

প্রথম ও শেষে হতাশার মাঝখানে রয়েছে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা। মলিরাইটদের জন্ম মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার মূল বিষয় ছিল 'সময়', আর শেষে দনিগুলোতে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার মূল বিষয় হলো 'ইসলাম'। মলিরাইটের স্বপ্নে তিনি একটি আহ্বানের (ডাক)

শব্দে জেগে ওঠেনে, এবং তখন তার রত্নগুলো আগরে চেষ্টে দশগুণ বশো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। চার্টগুলোর উপর যে রত্নগুলো রয়েছে, যা শেষে দনিরে জন্ম একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে সরাসরি চিহ্নিত করে, সেগুলো হলো ইসলাম ও তদন্তমূলক বচিার। অতএব, মধ্যরাত্রির আহ্বানরে 'বার্তা'র পরীক্ষা এবং 'তদন্তমূলক বচিার' দ্বারা উপস্থাপিত 'অভিজ্ঞতা'র পরীক্ষা পূর্বতন চুক্তির জনগণরে জন্ম নয়, বরং যারা নিজদেরকে শেষকালরে কুমারী বলে দাবি করে তাদের জন্ম।

দুটি চার্ট একত্র করলে যে চিত্র উপস্থাপিত হয়, যা প্রথম থেকে শেষে হতাশার ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, তা নরিদশে করে যে যখন Seven Thunders-এর "গোপন ইতিহাস" ঘটছে, তখন তদন্তমূলক বচিাররে চূড়ান্ত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। সেই চূড়ান্ত কাজটি হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর দেওয়া, এবং এটি ঘটে দানয়িলে অধ্যায় নয়রে "দুঃসময়"-এর সময়ে, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোতে জাতদিরে করোধান্বতি হওয়ার সময়ে, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় সাতরে "চার বাতাস" ধরে রাখার সময়ে, ইশাইয়া অধ্যায় সাতাশরে "পূর্ব বায়ুর দনিরে রূঢ় বায়ুকে থাময়িে রাখা"-র সময়ে, এবং পৃথিবীর উপর "মুক্ত হয়ে মৃত্যু ও ধ্বংস আনতে উদ্যত করুদ্ধ ঘোড়া"কে সংযত রাখার সময়ে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্য পবতির চার্টে প্রদর্শিত তৃতীয় "Woe"-এর ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে।

হাবাক্কুকের দুইটি পবতির সারণি তনিটি প্রধান উপাদান—যগুলো বিশেষভাবে সারণিগুলোর প্রকাশনার পর সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল এমন ঘটনাসমূহকে লক্ষ্য করে—সেগুলো হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে মোহরকরণ, ইসলাম, এবং দশ কুমারীর দৃষ্টান্তরে পরিপূর্তি। সারণিগুলো 'অভিজ্ঞতা' ও 'বার্তা'—উভয়রে একটি পরীক্ষা ও মোহরকরণরে প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে। মূখ্য কুমারীর জন্ম প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা হলো 'তোমাদরে মধ্যে খ্রীষ্ট, মহমির আশা', যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত পরিপূর্ণতাকে নরিদশে করে।

যে রহস্য যুগ যুগ ও প্রজন্ম হইতে লুকায়িত ছিল, কিন্তু এখন তাহা তাঁহার সাধুগণরে নকিত প্রকাশিত হইয়াছে; যাঁহাদরে নকিত ঈশ্বর জানাইতে ইচ্ছা করলিনে যে, অজাতীয়দরে মধ্যে এই রহস্যরে মহমির ঈশ্বর কী—ইহা এই যে, খ্রীষ্ট তোমাদরে মধ্যে, মহমির আশা। যাঁহাকে আমরা প্রচার করি, প্রত্যকে মানুষকে উপদেশে দিয়া, এবং প্রত্যকে মানুষকে সমুদয় প্রজ্ঞায় শিক্ষা করিয়া, এই জন্ম যে, আমরা প্রত্যকে মানুষকে খ্রীষ্ট যীশুতে পরিপূর্ণ করিয়া উপস্থিত করি। কলসীয় ১:২৬-২৮।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে এমন এক জনগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যারা একটি "বন্দদিশা" থেকে বেরয়িে এসছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে সরাসরি যে বন্দদিশাটির কথা বলা হয়েছে, তা হলো প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত সাড়ে তনি দনি রাস্তার উপর মৃত পড়ে থাকার বন্দদিশা। প্রতীকী মৃত্যুর এই বন্দদিশা লবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়রে "সাত বার"-কে নরিদশে করে, এবং সেই বন্দদিশা অনুতাপরে প্রকাশ দাবি করে, যমেনটি নিবম অধ্যায়ে দানয়িলেরে প্রার্থনায় দেখানো হয়েছে।

যখন শূন্যে মৃত হাড়গুলোকে জীবনে ফরিয়িে আনা হয়, তখনই তারা একটি "নশান" হিসেবে উচ্চ উত্তোলিত হয়। মৃত্যুর অবস্থায় তাঁদের ভিতরে মহমির আশা, অর্থাৎ খ্রীষ্ট, ছিলিনে না। তাঁদের প্রয়োজনীয় পশ্চাতাপরে একটি অংশ ছিল এই স্বীকারোক্তয়িে তাঁরা ঈশ্বররে বরিদ্ধভাবে চলছিলিনে, এবং ঈশ্বরও তাঁদের বরিদ্ধে চলছিলিনে। যখন তারা ভবিষ্যদ্বাণীমতে নরিধারিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে, তখন খ্রীষ্ট "হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসনে", এবং সেই

"অভিজিঞতা" অর্জতি হয় যা প্রয়োজন হয় সেই উত্তোলতি নশানরে একজন সদস্য হতে।

যখন দুটি চার্ট একত্রে আনা হয়, তখন যে "অভিজিঞতা" চিত্রিত হয়, তা স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে খ্রিস্টের চূড়ান্ত কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ওই "অভিজিঞতা" টি "mareh" দর্শনের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, যা "প্রকাশ"-এর দর্শন। যে "বার্তা" প্রয়োজন, তা হলো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের "chazon" দর্শন। ওই "বার্তা" টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বদিরোহী বিশ্বের ওপর ঈশ্বরের আসন্ন বচারের বার্তা হিসেবে, যা তৃতীয় "Woe"-এর ইসলাম দ্বারা আনীত।

১৮৫৬ সালে, প্রভু অ্যাডভেন্টবাদে আত্মকি যরিশালমেরে পুনর্নির্মাণ কাজ শেষে করত চাইলেন। ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে তিনি স্বর্গদূতের আগমনের সময়ে, মলিারপন্থীদের মনদরিটাই সেই ভিত্তি ওপর নির্মিত হয়েছিল—যে ভিত্তিগুলো মলিারের স্বপ্নে "রত্ন" হিসেবে চিত্রিত, এবং যা হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ণতা হিসেবে ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের দুটি অগ্রদূত চার্টে থাকা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর জনগণকে তাঁর সপ্তম-দিনের সর্বাথরে আইনের প্রাচীর নির্মাণে পরচালিত করলেন, এবং তাদেরকে প্রাচীন ইস্রায়লের "পুরোনো পথসমূহ" ফরিয়ে নলিনে, যাত "চলার রাস্তা"র কাজটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই পুরোনো পথে এমন একটা মিতবাদ, একটা ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তাদের পরীক্ষা করে পৃথক করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছিল। ১৮৬৩ সালে, অ্যাডভেন্টবাদ "সাত সময়কাল"-এর পরীক্ষায় ব্যর্থ হলো, এবং লাওদকিয়ার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতো শুরু করল।

২২ অক্টোবর, ১৮৪৪, শগিগরি আগত রববার আইনকে প্রতীকায়িত করে, এবং রববার-আইনের সময় দানয়িলের বর্ণনা অনুযায়ী বপিদসংকুল সময়ে রাস্তা ও প্রাচীর সমাপ্ত করার ঊনপঞ্চাশ বছর দ্বারা প্রতীকায়িত কাজটি সম্পন্ন হবে।

অতএব জনে রাখো ও বুঝে নাও, যে জেরুজালমেকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করার আদেশে জারি হওয়া থেকে মশীহ রাজপুত্র পরযন্ত হবে সাত সপ্তাহ, এবং ষাট ও দুই সপ্তাহ: রাস্তা আবার নির্মিত হবে, এবং প্রাচীরও, সংকটময় সময়ও। দানয়িলে ৯:২৫।

সমস্ত নবী পরস্পরের সঙ্গুগে একমত, এবং দানয়িলের "বপিদসংকুল সময়"ও আমরা যে আরলি রাইটিংস-এর অংশটি বিবেচনা করে আসছি, তাতে চিহ্নিত হয়েছে।

"সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বপিদ আসবে, এবং জাতসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাত তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শেষে বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সত্বেতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করত, যাত তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষে সাতটি মহামারি টলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

"যতক্ষণ পরযন্ত যারা সত্য স্বীকার করে তারা শয়তানের সেবা করে চলবে, ততক্ষণ তার নরকীয় ছায়া ঈশ্বরের ও স্বর্গকে তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেবে। তারা তাদের প্রথম প্রমে হারানোদের মতো হবে। তারা অনন্ত বাস্তবতাগুলো দেখতে পারবে না। যা ঈশ্বরের আমাদের জন্ম প্রস্তুত করেছেন, তা জাখারিয়া গ্রন্থের ৩ ও ৪ অধ্যায়ে, এবং ৪:১২-১৪-তে উপস্থাপিত হয়েছে: 'আমি আবার উত্তর দিয়ে তাকে বললাম, এই দুইটি'

জলপাই ডাল কী, যগুলো দুইটা সোনার নল দিয়ে নিজদের থেকেই সোনালি তলে চলে দেয়? তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি কি জানো না এগুলো কী? আমি বললাম, না, প্রভু। তখন তিনি বললেন, এরা সেই দুইজন অভষিক্ত, যারা সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।"

প্রভু সব সংস্থানইে পরপূরণ। তাঁর কোনো কছিরই অভাব নইে। আমাদের বশ্বাসরে ঘাটতি, আমাদের জাগতিকিতা, আমাদের তুচ্ছ কথাবার্তা, আমাদের অবশ্বাস—যা আমাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায়—এই সব কছির কারণইে আমাদের চারদকিে অন্ধকার ছায়া ঘনীভূত হয়। খরষিট বাক্ষে বা চরতিরে সেই 'সর্বাংশে মনোহর' এবং 'দশ হাজারেরে মধ্যে শ্রেষ্ট' রূপে উদ্ভাসতি হন না। যখন আত্মা অহংকারে নিজেকে উঁচু করতে তুষ্ট থাকে, তখন প্রভুর আত্মা তার জনয খুব বশে কছির করতে পারনে না। আমাদের স্বল্পদৃষ্টি ছায়াটুকুই দেখে, কন্বিতু তার ওপারেরে মহম্মা দেখতে পারনে না। স্বরগদূতরা চার বাতাসকে ধরে রাখছেন; এগুলা যনে এক করুদ্ধ ঘোড়া, বাঁধন ছাঁড়িে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে ধয়ে যেতে উদ্যত, আর তার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনে।

"আমরা কান্নন্ত জগতেরে একবোরেরে প্রান্নতদশে এসনে নদিরতি থাকব? আমরা কান্নন্দ, শীতল ও মৃত হয়ে থাকব? ওহ, যদি আমাদের মণ্ডলীগুলাের মধ্যে ঈশ্বররে আত্মা ও প্রাণশ্বাস তাঁর লোকদেরে মধ্যে সঞ্চারতি হতো, যাতে তারা নিজদেরে পায়ে ওপর দাঁড়িয়ে জীবতি হতে পারত। আমাদের দেখতে হবে যে পথ সংকীরণ, এবং দ্বার সঙ্কীরণ। কন্বিতু আমরা যখন সেই সঙ্কীরণ দ্বার দিয়ে প্রবশে করি, তখন তার বস্বিত্ত সীমাহীন।"

Manuscript Releases, volume 20, 217.